দৈনিক বাংলা
27
তারিখ 17 AUG
পৃষ্ঠা

পরীক্ষা-পদ্ধতি

শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী মাধ্যমিক (এসএসসি) পরীক্ষার পদ্ধতি ও নম্বর বন্টনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী এর পেছনে স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনার উল্লেখ করে বলেন যে আগামী বছর থেকে নৈর্ব্যক্তিক (অবজেকটিভ) প্রশ্ন চালু হতে গেলেও এই নতুন পদ্ধতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে পাসের জন্য প্রয়োজনীয় নম্বরের পূর্ববর্তী হারই বহাল আছে, তা বাড়ানো হয়নি। শিক্ষামন্ত্রীর এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা এর প্রতি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, পরীক্ষা-পদ্ধতি ও নম্বর বন্টন সংক্রান্ত এই ভুলবুঝাবুঝিকে কেন্দ্র করে নগরীতে হঠাৎ করে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল বের হতে শুরু করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের হাতে কিছুসংখ্যক যানবাহনও নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পুলিশ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে এ নিয়ে গ্রেফতারও করে। গোটা ব্যাপারটাকে দুঃখজনক এবং অনভিপ্রেত বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। পরীক্ষা-পদ্ধতিতে আকস্মিকভাবে পরিবর্তন আনার কোনো উপায় নেই। যেটুকু পরিবর্তন আসছে তার সিদ্ধান্ত দু'বছর আগেই নেয়া হয়। আর শিক্ষার্থীদেরও গত দু'বছরে নতুন পদ্ধতিতে পরীক্ষা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত করে রাখার কথা। এতদিন এ নিয়ে কোথাও কোনো প্রতিবাদ উঠলো না, এখন হঠাৎ করে পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাকে তাই স্বাভাবিক মনে করতে কষ্ট হয়।

শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল থেকে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উদ্ভব দেখা দেয়ার পরই কর্তৃপক্ষ ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। তার ফলও কিছু দেখা দিয়েছে। অবস্থার আর অবনতি ঘটেনি। তবে সতর্কতার প্রয়োজন এখনো আছে। ব্যাপারটা যদি স্বার্থান্বেষী মহলের কারসাজির ফলই হয়ে থাকে, এ নিয়ে নতুন গোলযোগ পাকিয়ে তোলার চেষ্টাও হতে পারে। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক মহলকে তাই অবশ্যই পুরো ব্যাপারটি উপলব্ধি ও অনুধাবন করে বিভ্রান্তি পরিহারের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। অন্যদিকে গত দু বছর যে পদ্ধতি সামনে রেখে শিক্ষা দেয়া হয়েছে, আগামী পরীক্ষা স্বাভাবিক কারণেই সেভাবে নিতে হবে। এর আকস্মিক রদবদলের প্রশ্ন আসতে পারে না।

কর্তৃপক্ষের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে বা যাবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। তবে এই নিয়ন্ত্রণই এ ব্যাপারে চরম সন্তোষের উপলক্ষ হতে পারে না। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভুল ও সংঘাতের পথে পরিচালিত করে ফায়দা হাসিলের উদ্যোগ সত্যি যদি কোন মহল নিয়ে থাকেন, তাদের অবশ্যই খুঁজে বের করে উপযুক্ত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নিতে হবে। কেননা, সমস্যা-সংকুল একটি সমাজে গোলযোগ সৃষ্টির উপলক্ষ বের করা কঠিন কিছু নয়।

উপসংহারে আমরা জাতির ভবিষ্যত আমাদের শিক্ষার্থীদের আবারো বলতে চাই, সংযত আচরণই তাদের স্বার্থরক্ষার সর্বোত্তম পন্থা। প্রতিকারের উদ্যোগ নিজ হাতে তুলে নেয়ার চাইতে অভিভাবকদের দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেয়াই শ্রেয়। আমাদের সন্তানদের অকল্যাণ হবে এমন কিছু নিশ্চয়ই মেনে নেবো না। অন্যদিকে আমাদের সন্তানদের দ্বারা কারো ক্ষতি হোক এ যেমন আমরা চাই না, তেমনি তারা রাস্তায় নিগৃহীত হবে এটাও একান্ত অবাঞ্ছিত। আমরা অভিভাবক মহলের দৃষ্টি এদিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করছি।